আলমডাঙ্গার পাইকপাড়ায় সড়কে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ

নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের একটি সড়কের নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শনিবার সকালে ওই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় ওই কাজ বন্ধ করে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আলমডাঙ্গা উপজেলা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আইলহাঁস ইউনিয়নের পাইকপাড়া ডালিমশাহ মাজার থেকে পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ১২০ মিটার সড়ককে পাকা সড়কে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়। প্রায় ১০ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের এই অংশের একটি কাজের মান নিয়ে এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ।

আজ শনিবার সকালে পাইকপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, সাত ফিট প্রস্থের ওই সড়কের কোথাও বালি আছে ইটের খোয়া নেই, কোথাও সড়কের মধ্যে নিম্নমানের ইটের টুকরা ট্রাক্টরে করে ফেলা হচ্ছে। এ নিয়ে এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় আজ কাজ বন্ধ করে দেয়।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে পাইকপাড়া এলাকার অন্তত তিনজন ব্যক্তি বলেন, এই রাস্তাটি পাইকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাসহ স্থানীয়রা ব্যবহার করেন। দীর্ঘদিন কাদাঁ-মাটির রাস্তায় চলাচলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের কষ্ট পোহাতে হত। তবে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করছে।

এলজিইডির আলমডাঙ্গা উপজেলা কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলী লিয়াকত আলী বলেন, চুয়াডাঙ্গার একজন ঠিকাদার সড়কটি কাজ করছেন। তবে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নিম্নমানের সামগ্রী তুলে ভালো মানের ইট ব্যবহারে নির্দেশে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

নিম্নমানের ইট ব্যবহারের অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের

মালিক জহুরুল ইসলামের সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি জানান, ‘কাজটি অনেক আগের প্রকল্পের। তখন নির্মাণসামগ্রীর দাম কম ছিল, এখন দাম বেড়েছে। যেহেতু অভিযোগ উঠেছে, আমরা এখন উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে ভালো করে কাজ করব। এছাড়া অভিযোগের ইটগুলো অপসারণ করা হচ্ছে এবং আরো ভালো মানের ইট দেওয়া হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার বন্ডবিলে গলায় ফাঁস দিয়ে নারীর আত্নহনন

পারিবারিক কলহের জের ধরে টুলু খাতুন (৫১) নামের এক নারী আত্মহত্যা করেছেন। আজ বুধবার বিকেল ৪ টায় নিজ ঘরের আড়ার সঙ্গে গলায় ফাঁস লাগিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। নিহত টুলু খাতুন পৌর এলাকার গেটবন্ডবিল এলাকার মানোয়ার শেখের স্ত্রী। এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জানাগেছে, উপজলার বন্ডবিল এলাকার মনোয়ার শেখের স্ত্রী টুলু খাতুন দীর্ঘদিন মানসিক রোগে ভুগছিল। মানসিক ভারসাম্যহীন ওই নারী মাঝেমধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করতেন। আজ বুধবার পারিবারিক কলহের জেরে তিনি নিজ ঘরে ওড়না পেঁচিয়ে আত্নহত্যা করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, আত্নহত্যার ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড, পুড়ল ৩টি দোকান

আলমডাঙ্গা উপজেলায় অগ্নিকাণ্ডে ৩টি দোকান পুড়ে গেছে। আজ মঙ্গলবার রাত ৪ টার দিকে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে এ

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের জামাল ব্রিজ এলাকায় ভুট্টো আলীর লেদের দোকান, শহিদুল ইসলামের মুদি দোকান ও ইউসুব ঘোষের হোটেলে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। এতে দোকানে থাকা পেট্রোল ও ডিজেলে আগুন লাগে। এছাড়া হোটেলে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থেকে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে, ততক্ষণে অগ্নিকান্ডে তিনটি দোকান পুড়ে ভস্কিভুত হয়।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

আলমডাঙ্গাতে ট্রাক চাপায় ভ্যানচালকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুরে কাঠ বোঝাই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মহসিন (৫০) নামের এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কালিদাসপুর দক্ষিণপাড়ায় বাজার সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মহসিন কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানাধীন চক-হারদি গ্রামের মৃত তাজ উদ্দীনের ছেলে। সে কালিদাসপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করতেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গতকাল সোমবার রাতে মহসিন ভ্যান নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সে বাড়ির নিকট ভ্যান রেখে চায়ের দোকানে যেতে রাস্তা পার হচ্ছিলেন। চুয়াডাঙ্গা থেকে কুষ্টিয়া গামী একটি কাঠবোঝাই ট্রাক ভ্যান চালককে চাপা দেয়। এতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মহসিনের মৃত্যু হয়। এ সময় স্থানীয়

লোকজন ট্রাকটিকে আটক করলেও চালক পালিয়ে যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আলমডাঙ্গা থানার ওসি বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, ‘ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। চালক ও হেলপার পালিয়ে।

আলমডাঙ্গায় দেড় কোটি টাকা নিয়ে পরিবারসহ উধাও ফার্মেসি ব্যবসায়ী

আলমডাঙ্গায় সুজা উদ্দীন নামের এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দেড় কোটি টাকা নিয়ে পরিবারসহ উধাও হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সে বিভিন্ন এনজিও ও ব্যবসায়ী এবং ব্যক্তির কাছ থকে ব্যবসা সূত্রে তিনি এই টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দিয়েছে।

সুজা উদ্দীন যশোর সদর ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃত আছির আলীর ছেলে। সে বৈবাহিক সূত্রে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের শশুর আব্দুল মান্নানের বাড়িতে বসবাস করত।

স্থানীয়রা জানান, গত ৭ বছর আগে সুজা উদ্দীন আলমডাঙ্গা পৌর শহরের মেডিসিন কর্ণারে চাকুরি করেন। ২০২০ সালে সে নিজেই রিপন ফার্মেসি নামের একটি দোকান শুরু করেন। ব্যবসায়ীক সম্পর্কে সে বিভিন্ন এনজিও, ব্যবসায়ী ও ব্যাক্তির নিকট থেকে ঋণ নেয়। এছাড়া বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির নিকট থেকে বাকিতে ঔষধ নেয়। এতে প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্নসাৎ করে রাতারাতি উধাও হয়ে যায়।

ভুক্তভোগী ঔষধ কোম্পানি মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টিভেরা জানায়, ইবনে সিনা ফার্মাসিটিক্যাল ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা, জেনারেল ফার্মাসিউটিক্যালস ৫ লাখ ৯০ হাজার টাকা, একমি ফার্মাসিটিক্যাল ১ লাখ টাকা, নাভানা ফার্মাসিটিক্যাল ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, বিকন

ফার্মা ৯০ হাজার টাকা, বায়ো ফার্মা ১ লাখ ১৪ হাজার টাকা, নিপ্রো জেএমআইয়ের ৫০ হাজার টাকা, পপুলার ফার্মা ১ লাখ ১০ হাজার টাকা, এসকেএফ ফার্মা ১৫ হাজার টাকা, জিসকা ফার্মা ১৬ হাজার টাকা, প্যাসেফিক ফার্মা ১১ হাজার টাকা, এভারেস্ট ফার্মা ১৬ হাজার টাকা, ড্রাগ ফার্মা ১০ হাজার টাকা, এপেক্স ফার্মা ৪ হাজার টাকা। ব্রাক এনজিও থেকে ৭ লাখ ও একতা ডেইলি সমিতি থেকে ২৭ লাখ এবং ফোর স্টার সমিতি থেকে ৭ লাখ টাকা নেন।

এছাড়া প্রতিবেশী কসমেটিকস এন্ড কনফেশনারী ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলামের কাছ থেকে ৪ লাখ, ভাই ভাই মোবাইলের মালিক জুয়েল রানার কাছ থেকে ১ লাখ ২৫ হাজার, আমেনা কনফেশনারীর মালিক ডাবলুর কাছ থেকে ৫০ হাজার ধার নেন। এছাড়াও গোপনে তিনি চড়া সুদে অনেক ব্যাক্তির কাছ থেকে কয়েক লাখ টাকা নিয়েছেন।

ইবনে সিনা ফার্মার এমআর আসাদুজ্জামান বলেন, ব্যবসায়ীক সূত্রে কোম্পানির প্রায় ৭ লাখ টাকা বাকি দেওয়া হয়েছে। গত (১৪ নভেম্বর) মঙ্গলবার রাতের আধারে তিনি পরিবার নিয়ে লাপাত্তা হয়ে যায়।

ভুক্তভোগী কসমেটিকস এন্ড কনফেশনারী ব্যবসায়ী জহুরুল ইসলাম জানান, গত ১ মাস পূর্বে দোকানে ঔষধ কেনার জন্য ৪ লাখ টাকা ধার নেয়। ব্যাংকে লোনের টাকা তুলে পরিশোধ করবে। তিনি রাতারাতি পরিবার নিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাদিউজ্জামান বলেন, কয়েকজন ঔষধ কোম্পানির এমআর বাদি হয়ে অভিযুক্ত সুজা উদ্দীনের বিরুদ্ধে ২৫ লাখ টাকা লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। এবিষয়ে সত্যতা নিশ্চিতে খোঁজখবর চলছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, অর্থ আত্নসাৎ করে উধাও এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত চলছে, পরবর্তীতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় বণিক সমিতির নব নির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ

আলমডাঙ্গার বণিক সমিতির নবনির্বাচিত কার্যকারী পরিষদের শপথ গ্রহণ ও অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট বিজয়ীদের দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে বণিক সমিতির কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ।

অনুষ্ঠানে বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিঞা মিলনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র আলহাজ্ব হাসান কাদির গনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি হাজী শমসের মল্লিক, সাবেক সভাপতি হাজী রফিকুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম পকু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম ঘেঁটু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সেকেন্দার আলী, নবনির্বাচিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন, কাপড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম রহমান সিঞ্জুল।
অনুষ্ঠানে প্রথম পর্বে উপস্থাপনা করেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন। এসময় বিদায়ী কার্যকারী কমিটির সদস্যদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন।

দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন হারদি এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক একেএম ফারুক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক সহ-সভাপতি এনামুল হক, মোহাম্মদ আলী, হারদি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রোকনুজ্জামান ডাবলু, সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক হাজী রফিকুল আলম, শরিফুল ইসলাম, খবির উদ্দিন মার্কেটের মালিক রানা আহমেদ। এপর্বে নবনির্বাচিত কার্যকারী কমিটির শপথ পাঠ করান আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র হাসান কাদির গনু বলেন,বণিক সমিতির ব্যবসায়ীদের এক সর্ব বৃহৎ সংগঠন। এ সংগঠনের নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানায়। ধন্যবাদ জানাই যারা বিগত কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদেরকেও। আপনারা উভয়ে মিলে মিশে সংগঠনের স্বার্থে কাজ করবেন। আমার একটা পরামর্শ থাকবে,সমিতির সদস্যদের সুখে দুঃখে পাশে

থাকবেন।

শপথ গ্রহণ করেন- বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিঞা মিলন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল- মামুন, সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, হাজী রফিকুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন মিয়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম লিটন, ক্রীড়া সম্পাদক হাবিবুর রহমান, ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল, দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন, এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, আঃ ওহাব কাবলু, জসিম উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন, ফারুক হোসেন, রেজাউল হক তোতা, রতন আলী, সাইদুল ইসলাম, খন্দঃ সজিব, সিরাজুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের কর্মী সভা

আলমডাঙ্গার হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের উদ্যোগে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় হারদী মীর সামছদ্দীন আহম্মেদ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মি সভার আয়োজন করা হয়।

কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামী লীগ হলো উন্নয়নের সরকার।আওয়ামীলীগ যখনই ক্ষমতায় আসে দেশের উন্নয়ন হয়। দেশের মানুষের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। আর বিএনপি হলো অগ্নি সন্ত্রাসের দল। দেশে কোন উন্নয়ন তারা করেনি। বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তারা সন্ত্রাসীদের লালন পালন করেছে। মানুষ ঘরে ঘুমাতে পারেনি। গরু বিক্রি করা টাকা সন্ত্রাসীরা নিয়ে গেছে।
রাত বাহিনীর লোকজনকে বাড়ির ছাগল মুরগি জবাই করে খেতে দিতে হয়েছে। চাঁদা দিতে হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষ দুূর্বিসহ জীবন

কাটিয়েছে।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় আমাদের নেত্রীকে হত্যার জন্য আর্জেস গ্রেনেড হামলা চালিয়েছিল। এই বোমা বাইরে পাওয়া যায়না। আপনারা আপনাদের লোককে এই বোমা সরবরাহ করেছেন। আল্লাহ’র রহমতে সেদিন নেত্রী প্রাণে বেঁচে গেছে। দেশের মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন করেছেন। দেশের কোন উন্নয়ন করেননি।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর এই সন্ত্রাস দমন করেছে। তৎকালিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছিলেন সন্ত্রাসীরা যদি মাটির নীচে থাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে আসবো। আজকে সন্ত্রাস দমন করেছে আওয়ামীলীগ সরকার। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। ফের যদি বিএনপি কোন ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে ওই সন্ত্রাসীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মানুষকে আবারও বিপদগ্রস্ত হতে হবে। সেজন্য এই কথাগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই ১৫ বছরে দেশের মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছে,তা আর কেউ করে নাই। আমাদের সরকারের আমলে, সারের জন্য কৃষককে লাইন দিতে হয়না। গুলি খেয়ে মরতে হয়না। গ্রামে গ্রামে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের মানুষের চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রী ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। যে ক্লিনিক বিএনপির আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আজ মানুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে,কর্ণফুলি ট্যানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে,মেট্রোরেল চালু হয়েছে। মানুষ সুবিধা ভোগ করছে। প্রত্যেক উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ,মসজিদ মাদ্রাসা, ইলেকট্রিসিটিসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

আজকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে। নৌকা প্রতিককে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে হবে।

হারদী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টুর সভাপতিত্বে কর্মী সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন জোয়াদ্দার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদব শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী,আলমডাঙ্গা

উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আইনাল হক, আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,কালিদাসপুর ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুল হক মিকা,ভাংবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান,ডাউকি ইউপি চেয়ারম্যান তরিকুল ইসলাম।

সাংগঠিনক সম্পাদক হেলাল মাণ্টারের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন হারদী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুর রউফ শিলু,বীর মুক্তিযোদ্ধা লাল মোহাম্মদ জোয়ার্দ্দার,ইউনিয়ন মহিলা আওয়ামীলীগের সভানেত্রী বীরমুক্তিযোদ্ধা মোমেনা খাতুন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেক,বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু সাঈদ,বীর মুক্তিযোদ্ধা শুকুর মোহাম্মদ,বীর মুক্তিযোদাধা মারফত আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা বজলুর রহমান,আওয়ামীলীগ নেতা দেলোয়ার হোসেন বেল্টু,মজিবুর রহমান,ময়নাল ইসলাম,মিন্টু,আব্দুল গাফ্ফার,তানসেন আলী ফারুক হোসেন টিপু প্রমুখ।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজে নবাগত অধ্যক্ষের যোগদান

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের উদ্যোগে নবাগত অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর জেএম আব্দুর রকীবের যোগদান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে সরকারি কলেজের মিলনায়তনে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল মোনায়েম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদ্য যোগদান কারী অধ্যক্ষ

প্রফেসর ডক্টর জে এম আব্দুর রকীব। এ সময় তিনি বলেন, আমাকে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দিলে আমি ও আমার স্ত্রী যোগদান করব কিনা দ্বিধাদন্দে ছিলাম। পরে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে আমার সহকর্মী বৃন্দ যোগদান করতে উৎসাহ দেন। কেউ কেউ বলেছে এই এলাকা খুব একটা ভাল না। তারপরও আমার সহকর্মীদের কথায় আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজে যোগদান করতে এসে, আপনাদের আতিথেয়তায় আমি ও আমার সহকর্মিরা মুগ্ধ হয়েছি। আমি কথা দিলাম আপনাদের সহায়তায় কলেজকে একটি মডেল কলেজে পরিনত করব। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে বিল্ডিং এর জন্য চেষ্টা করব। কলেজে লেখাপড়ার মান ফিরিয়ে আনতে সর্বচ্য চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তবে এক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগীতা বিশেষ প্রয়োজন। মনে রাখবেন শুধু অধ্যক্ষের রুম ও শিক্ষকদের রুম সাজিয়ে রাখলেই কলেজের উন্নতি হবে না। সব জায়গা সাজাতে হবে। এরপর আমি আপনাদের সাথে পুনঃরায় বৈঠক করব। শিক্ষার্থীদের সাথেও মতবিনিময় করব, শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আব্দুল মালেক, সহকারী অধ্যাপক সাইফুজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক শেখ শফিউজ্জামান, সহকারী অধ্যাপক মহিতুর রহমান, সহকারি অধ্যাপক সাইদুর রহমান লিটন, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম।

আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের প্রভাষক ডক্টর মাহবুব আলমের উপস্থাপানায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক খন্দকার ইকবাল হাসান, তাপস রশিদ, সিনিয়র প্রভাষক শরীয়ত উল্লাহ, প্রভাষক আমিরুল ইসলাম জয়।

আলোচনা সভার পূর্বে নবাগত অধ্যক্ষ দুপুর ১ টায় কলেজে যোগদান শেষে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল মোনয়েম এর কাছ থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরে নবাগত অধ্যক্ষকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান শিক্ষক পরিষদের সদস্যবৃন্দ। এর আগে নবাগত অধ্যক্ষ ড. আব্দুর রকিব কলেজে অধ্যক্ষের রুমে বসলে কলেজ ছাত্রলীগের সদস্য বৃন্দ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়ায় কর্মী সভায় এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ভাংবাড়িয়া স্কুল প্রাঙ্গণে এ সভার আয়োজন করা হয়। কর্মি সভায়

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জেয়ার্দ্দার বলেন,বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই ১৫ বছরে দেশের মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছে,তা আর কেউ করে নাই। আমাদের সরকারের আমলে, সারের জন্য কৃষককে লাইন দিতে হয়না। গুলি খেয়ে মরতে হয়না। গ্রামে গ্রামে রাস্তা করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের মানুষের চিকিৎসার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রী ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। যে ক্লিনিক বিএনপির আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আজ মানুষ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন। পদ্মা সেতু নির্মাণ করা হয়েছে,কর্ণফুলি ট্যানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে,মেট্রোরেল চালু হয়েছে। মানুষ সুবিধা ভোগ করছে। প্রত্যেক উপজেলায় মডেল মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এই রাস্তাঘাট স্কুল কলেজ,মসজিদ মাদ্রাসা, ইলেকট্রিসিটিসহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, আজকের এই জনসভায় যেসব কর্মি ভাইয়ের উপন্থিত হয়েছেন,আপনারা মানুষের কাছে গিয়ে নৌকার জন্য ভোট চান,আমরা যে উন্নয়ন করেছি, সে বিষয়ে মানুষকে বোঝান। কেনো নৌকায় ভোট দিবে না।

দেশের উন্নয়নের জন্য নৌকায় ভোট দিতে হবে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।

ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে কর্মীসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম টোটন

জোয়াদ্দার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সী আলমঙ্গীর হান্নান, মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদব শহিদুল ইসলাম খান, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা শওকত আলী, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের, ভাংবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান, মুক্তিযোদ্ধা খোসদেল রহমান, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, আওয়ামীলীগ নেতা মেহেরপুর পল্লিবিদ্যুৎ সমিতির চেয়ারম্যান ও মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি জিনারুল ইসলাম বিশ্বাসের উপস্থাপনায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি একরামুল হক বুড়ো, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফুজ্জামান নান্নু বিশ্বাস, আওয়ামীলীগ নেতা নাহিদ হাসনাত সোহাগ, ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আনিসুর রহমান, দুই নং ওনং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোয়েব আলী, ৪ নং ওয়ার্ড সভাপতি আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক, ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি মিনারুল ইসলাম, ৮ নং সভাপতি বিল্লাল হোসেন, আওয়ামীলীগ নেতা মিনারুল ইসলাম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় ১০৫ পিস ইয়াবাসহ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার কামালপুরে ১০৫ পিস ইয়াবাসহ এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের কুমারি ইউনিয়নের কামালপুর মাঠপাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন। গ্রেপ্তারকৃত আসামী হলেন, উপজেলা কুমারি

ইউনিয়নের কামালপুর গ্রামের মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে হাবিবুর রহমান সোহেল (৪৮)।

তিনি বলেন, তারা দীর্ঘদিন এলাকায় মাদকের ব্যবসা করে আসছিলেন। গতকাল বুধবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য ইয়াবা বিক্রয়ের সময় ১০৫ পিস ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।